যুগান্তর

FEB 15 2002

তারিখ ... ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পটিয়ায় উত্তেজনা : পুলিশ বিডিআর সতর্কাবস্থায়

শহীদুল্লাহ শাহরিয়ার, *পটিয়া থেকে ফিরে*

বিরোধপূর্ণ জমির দখল নিয়ে ছাত্র-জনতা-পুলিশ ত্রিমুখী সংঘর্ষে একজন নিহত ও অর্ধশতাধিক আহত হওয়ার ঘটনায় পটিয়ায় গতকাল বৃহস্পতিবারও থমথমে অবস্থা বিরাজ করে। মাদ্রাসা ছাত্র এবং এলাকাবাসী রণসাজে সজ্জিত রয়েছে। পাশাপাশি পুলিশ-বিডিআরও কড়া সতর্ক অবস্থায় ছিল। এলাকায় জারি করা ১৪৪ ধারা অব্যাহত আছে। এদিকে ঘটনার পরপর প্রশাসনের নির্দেশে আল জামেয়া আল ইসলামিয়া (জামেরিয়া) মাদ্রাসা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রশাসন মাদ্রাসা ছাত্রদের হল ছাড়ার নির্দেশ দিলেও ছাত্ররা গতকাল বিকাল পর্যন্ত হল ছেড়ে যায়নি। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বলছেন, দেশের প্রত্যন্ত

পুলিশ : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৪

পুলিশ : পটিয়ায় উত্তেজনা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অঞ্চলের ছাত্রদের তাৎক্ষণিকভাবে চলে যাওয়া সম্ভব নয়। ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল পটিয়ায় স্থানীয় জনগণ হরতাল আহ্বান করলেও পুলিশ-বিডিআর কাউকে রাস্তায় নামতে দেয়নি। তবে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন স্থানে গাছ ফেলে জনতা ব্যারিকেড দেয়। সকালে কয়েকশ' লোক জড়ো হয়ে প্রতিবাদ করতে চাইলে পুলিশ-বিডিআর তাদের পিছু হটিয়ে দেয়। তবে মাদ্রাসার আশপাশ এলাকার অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ ছিল।

অপরদিকে বুধবারের ঘটনায় নিহত যুবক ফরিদের লাশ গতকাল ময়না তদন্ত শেষে বাহুলীর পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে। সে ওই গ্রামের জনৈক আবদুর রহিমের পুত্র। সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশের গুলিতে ওই যুবক নিহত হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। এ ঘটনায় পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ জিন্নাহ বাদী হয়ে গ্রেফতারকৃত ১১ জনসহ ২১ জনকে সুনির্দিষ্ট আসামি এবং অজ্ঞাতনামা কয়েকশ' লোকের নামে মামলা করেছেন। নিহতের পরিবারও এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছে। জেলা পুলিশ ঘটনার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের উদাসীনতাকে দায়ী করেছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জাকির হোসেন কামাল অবশ্য যুগান্তর'কে বলেছেন, পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। বিরোধপূর্ণ জায়গা ও বুধবার সংঘটিত ঘটনার ব্যাপারে তারা উভয় পক্ষকে নিয়ে শিগগির 'সন্তোষজনক' সমাধানে যেতে পারবেন।

এদিকে পটিয়ার সংঘটিত সহিংস ঘটনার ব্যাপারে পটিয়া আল জামেয়া আল ইসলামিয়া মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ গতকাল বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। ঘটনার জন্য তারা এলাকাবাসীকে দায়ী করে বলেছেন, মাদ্রাসায় হামলার ঘটনায় তাদের প্রায় কোটি টাকার সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এ হামলার প্রতিবাদে জামেরিয়া মাদ্রাসা অনুসারীরা গতকাল নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

বিরোধপূর্ণ একটি জায়গাকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর সঙ্গে মাদ্রাসা ছাত্রদের মঙ্গলবার প্রথম দফা সংঘর্ষ হয়। বুধবার মাদ্রাসার পূর্ব পাশে অবস্থিত অপর সাড়ে ৭ শতক জমি নিয়ে ত্রিমুখী সংঘর্ষে একজন নিহত ও শতাধিক আহত হয়।

এদিকে গতকাল বৃহস্পতিবার সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ, প্রত্যক্ষদর্শী এবং এলাকাবাসীর সঙ্গে আলাপ করে পরস্পরবিরোধী এবং নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। এলাকাবাসী বলছেন, বিদেশী সাহায্যপুষ্ট জামেরিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়ার নামে চলে উগ্রপন্থী হরকাতুল জিহাদ ও মৌলবাদী সংগঠনের ট্রেনিং এবং অস্ত্র প্রশিক্ষণ। ১৯৩৭ সালে দেওবন্দীপন্থী এই মাদ্রাসা স্থাপিত হওয়ার পর থেকেই আশপাশে অবস্থিত বিভিন্ন জায়গাজমি থেকে শুরু করে সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গা দখলের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বিরোধপূর্ণ জমি নিয়ে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ও এলাকাবাসীর বক্তব্য

যে জমি নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় সে জমির ব্যাপারে মাদ্রাসার প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাওলানা মোহাম্মদ রেজা যুগান্তর'কে বলেন, আরএস-২২৪৬ দাগের স্থানীয় ২২ শতক জমির মালিক ছিলেন হাছন আলী ও হোছেন আলী। ১৯৫২ সালে আম্বিয়া খাতুনের নামে জনৈক মহিলা ওই জায়গা কিনে নেন। ওয়ারিশসূত্রে আম্বিয়া খাতুনের পুত্র গোলাম হোসেন ওই জায়গার মালিক হন। গোলাম হোসেনের কাছ থেকে মাদ্রাসার পূর্ব পাশে সাড়ে ৭ শতক জমি ৪ লাখ ৮৬ হাজার টাকায় কিনে নেন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এবং দেড় লাখ টাকা পরিশোধ করে ২০০০ সালের শেষের দিকে তারা বায়নামূলে আবদ্ধ হন। অপরদিকে জায়গার পূর্বের মালিক হোছেন আলীর নাতি আবদুস সালাম ওই জায়গার মালিকানা দাবি করে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে জায়গা দখলে বাধা দেয়। এ নিয়ে আদালতে শুরু হয় মামলা-পাল্টামামলা। আদালত সপ্তাহখানেক আগে বিরোধপূর্ণ ওই জমির ওপর 'স্থিতাবস্থা' জারি করে। এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন, আদালতের আদেশ অমান্য করে গত সোমবার মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ জোরপূর্বক ওই জমির চারপাশে খুঁটি ও বেড়া দিয়ে তা দখলে নেয়।

মাদ্রাসার পরিচালক মাওলানা হারুন ইসলামাবাদী মাদ্রাসা ছাত্র কর্তৃক হামলার ঘটনা অস্বীকার করে যুগান্তর'কে বলেন, একতরফা হামলা চালিয়ে এলাকাবাসী মাদ্রাসার ব্যাপক ক্ষতিসাধন এবং বেশকিছু ছাত্রকে আহত করেছে।

সাংবাদিক সম্মেলন

আল জামেয়া আল ইসলামিয়া পটিয়া মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তারা দাবি করেন কোনভাবেই তাদের ছাত্ররা বৃহস্পতিবারের উচ্ছৃঙ্খল কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়নি। স্থানীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতার বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ করে বলেন, তারা একতরফাভাবে মাদ্রাসা ও পুলিশের ওপর হামলা চালায় এবং পুলিশের গুলিতেই ফরিদ নিহত হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মোহাম্মদ আবদুল হামিদ বোখারী।

যুগান্তরের ফটোকপি বিক্রি

গতকাল বৃহস্পতিবার পটিয়ার সংঘর্ষের খবর দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত হওয়ার পর মুহূর্তের মধ্যে প্রথম সংস্করণ এবং দ্বিতীয় সংস্করণের কপি সকাল ১০টার মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায়। কোথাও কোথাও চড়া দামে ফটোকপিও বিক্রি হয়।

তদন্ত কমিটি গঠন

বুধবার সংঘটিত ঘটনায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গোলাম মোস্তফাকে প্রধান করে জেলা প্রশাসন এক সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

প্রতিবাদ সভা

পটিয়া আল জামেয়া মাদ্রাসায় সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে গতকাল সকালে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বড় হুজুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বক্তারা মাদ্রাসায় আশপাশে বোমাবাজি ও মাদ্রাসার মালিকানাধীন সম্পদে অগ্নিসংযোগের ঘটনা এবং বিনা উস্কানিতে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকের ওপর হামলার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান। বক্তারা অবিলম্বে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার এবং মাদ্রাসার ক্ষতিপূরণের দাবি জানান।